সমকাল

তারিখ 19 JUN 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

নানা অপকর্মে জড়াচ্ছেন শিক্ষা কর্মকর্তারা

■ সাব্বির নেওয়াজ

নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন শিক্ষা কর্মকর্তারা। এদের বেশির ভাগই বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্য। ঘুষ, দুর্নীতি, দাপ্তরিক অনিয়ম ও কর্মক্ষেত্রে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া এ কর্মকর্তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে তদন্ত হলেও প্রতিবেদন অনুসারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কয়েকজনকে বদলি করা হয়েছে। তবু থেমে নেই অপকর্ম।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ছাড়াও প্রেষণে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসব কর্মকর্তারা কাজ করছেন।

বেপরোয়া ঘুষ বাণিজ্য : শিক্ষা ক্যাডারের অন্যতম কর্মকর্তা ও প্রভাষক (দর্শন) মো. মোস্তাফিজুর রহমান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিআইএর সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। গত ৩০ মে ঘুষের দুই লাখ টাকাসহ তাকে রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি টিম। পরে তার দেহ তল্লাশি করে আরও ৯৮ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। মন্ত্রণালয় তাকে গত ৪ জুন সাময়িক বরখাস্ত করেছে।

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার পঞ্চগ্রাম সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিবেদন দেওয়ার আশ্বাসে মোস্তাফিজুর তিন লাখ টাকা দাবি করেন। প্রথম দফায় দুই লাখ টাকা নেওয়ার সময়েই দুদক টিম তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। পরে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠান।

ডিআইএর ক্ষমতাধর এই কর্মকর্তা একই প্রতিষ্ঠানের উপ-পরিচালক (ঢাকা বিভাগ) মো. রাশেদুজ্জামানের ঘনিষ্ঠজন। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার রাশেদুজ্জামান একজন সাবেক এপিএসের আশীর্বাদে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ভবনে অবস্থান করছেন। বর্তমান সরকারের আমলে দুর্নীতির দায়ে তাকে ১৩ মাস ওএসডি ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
এমআইএস
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর